বাল্যবিবাহের আসরে ইউএনও’র হানা; বর কারাগারে, ভগ্নিপতির জরিমানা

শতাধিক বরযাত্রী, মাংস-ভাতের আয়োজন আর আপ্যায়নের তোড়জোড়—সব প্রস্তুত। বাকি শুধু কাবিননামায় স্বাক্ষর। এমন মুহূর্তে উপস্থিত হয়ে সপ্তম শ্রেণির এক কিশোরীর বাল্যবিবাহ বন্ধ করে দেন মেহেরপুর সদর উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মোঃ খায়রুল ইসলাম।

ঘটনাটি ঘটে গতকাল শুক্রবার দুপুর ১২টা ৩০ মিনিটে, সদর উপজেলার মদনা ডাঙ্গা গ্রামে। মাত্র ১৪ বছর বয়সী ওই মেয়েটি স্থানীয় একটি বিদ্যালয়ের সপ্তম শ্রেণির শিক্ষার্থী। তাকে বিয়ের জন্য পাত্র হিসেবে আনা হয়েছিল একই উপজেলার খোকসা গ্রামের রাহিদুল শেখের ছেলে রাব্বি রাসেল (১৮)-কে। অথচ বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন, ২০১৭ অনুযায়ী, ছেলের ন্যূনতম বয়স হতে হয় ২১ বছর, আর মেয়ের ১৮ বছর না হলে বিয়ে করা অবৈধ।

গোপন সূত্রে তথ্য পেয়ে ছদ্মবেশে কনের বাড়িতে উপস্থিত হন ইউএনও খাইরুল ইসলাম। ঘটনাস্থলে গিয়ে তিনি বিয়ের পূর্ণ প্রস্তুতি দেখতে পান। কিছু বরযাত্রী বাড়িতে, বাকিরা ছিলেন মসজিদে জুমা’র নামাজে। পরিকল্পনা ছিল নামাজের সময়েই হঠাৎ করেই বিয়ে সম্পন্ন করে ফেলা। তবে প্রশাসনের উপস্থিতিতে সে পরিকল্পনায় পানি পড়ে যায়।

ইউএনও ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত হওয়ার পর সঙ্গে সঙ্গে খবর দেন মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার প্রতিনিধি, সমাজসেবা কর্মকর্তা, পুলিশ এবং ব্যাটালিয়ন আনসার সদস্যদের। পরে ঘটনাস্থলে ভ্রাম্যমাণ আদালত বসিয়ে বর রাব্বি রাসেলকে বাল্যবিবাহ নিরোধ আইনের বিভিন্ন ধারা লঙ্ঘনের দায়ে সাত দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন। এছাড়া বিয়ের অন্যতম উদ্যোক্তা হিসেবে উপস্থিত রাব্বির ভগ্নিপতি সজিব আলী (আমঝুপি) কে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

এসময় কনের মা-বাবাকে সতর্ক করে লিখিত মুচলেকা নেওয়া হয়েছে। মেয়েটি প্রাপ্তবয়স্ক না হওয়া পর্যন্ত যেন কোনোভাবেই পুনরায় বিয়ের আয়োজন না করা হয়, সে বিষয়ে একজন স্থানীয় শিক্ষককে বিশেষ নজরদারির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। অভিযান শেষে স্থানীয় জনগণকে একত্র করে ইউএনও বাল্যবিবাহের কুফল ও আইনগত পরিণতি সম্পর্কে সচেতন

করেন।

মেহেরপুর সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোঃ খায়রুল ইসলাম বলেন, ‘গোপন তথ্যের ভিত্তিতে এই অভিযান চালানো হয়েছে। কৌশলে বিয়ের আয়োজন সম্পন্ন করার চেষ্টা চলছিল। আমরা তাৎক্ষণিকভাবে তা বন্ধ করেছি এবং প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি। শুধু আইন প্রয়োগ নয়, সমাজে সচেতনতা তৈরি করাও জরুরি।’

শৈলকুপায় ৩ বাড়িতে অজ্ঞান পার্টির হানা, নগদ অর্থ ও স্বর্ণালংকার লুট

ঝিনাইদহের শৈলকুপা উপজেলার দুধসর গ্রামে অজ্ঞান পার্টি হানা দিয়ে নগদ অর্থ ও স্বর্ণালংকার লুটপাট করে নিয়ে গেছে।

বুধবার গভীর রাতে এ ঘটনা ঘটে। তারা ৩ টি বাড়িতে হানা দিয়ে নগদ টাকা ও স্বর্ণালংকার লুট করে।

ভুক্তভোগী ওই গ্রামের গফুর মোল্লা জানান, গভীর রাতে ঘুমন্ত অবস্থায় তার পরিবারের সদস্যরা অজ্ঞান হয়ে পড়েন। সকালে জ্ঞান ফিরলে তারা ঘরের জিনিসপত্র এলোমেলো অবস্থায় দেখতে পান এবং মূল্যবান সামগ্রী খোয়া যাওয়ার বিষয়টি বুঝতে পারেন।

তিনি বলেন, দুর্বৃত্তরা বাড়ির সদস্যদের অজ্ঞান করে বাড়ি থেকে নগদ ২ লাখ ৬০ হাজার টাকা, ৯ ভরি স্বর্ণের গহনা, জমির দলিল ও ব্যাংকের চেকবই লুট করে নিয়ে গেছে। একই ভাবে প্রতিবেশী মনোরঞ্জন বিশ্বাসের বাড়িতেও হামলা চালায় তারা। এ সময় সেখান থেকে ১ ভরি স্বর্ণের গহনা ও ২ ভরি রুপার গহনা নিয়ে যায় দুর্বৃত্তরা। এছাড়াও প্রতিবেশী আরও একজনের বাড়ি থেকে ২ ভরি স্বর্ণের গহনা ও নগদ টাকা লুট হয়েছে বলে জানা গেছে।

শৈলকুপার ভাটই থানার এ এস আই রবিউল ইসলাম বলেন, ঘটনাস্থলে আমরা গিয়েছিলাম এবং তদন্ত চলছে। এ ধরনের অপরাধের সঙ্গে জড়িতদের দ্রুত

আইনের আওতায় আনার জন্য অভিযান চলছে বলে তিনি আশ্বাস দিয়েছেন।

উল্লেখ্য, এর আগেও শৈলকুপায় একই ধরনের একাধিক ঘটনা ঘটেছে, তবে এখনও পর্যন্ত কোনো অপরাধীকে গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয়নি। এ নিয়ে স্থানীয়দের মাঝে চরম উদ্বেগ ও আতঙ্ক বিরাজ করছে। এলাকাবাসী দ্রুত বিচার ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দাবি জানিয়েছেন।